60th
All India Tibet Convention
Kolkata

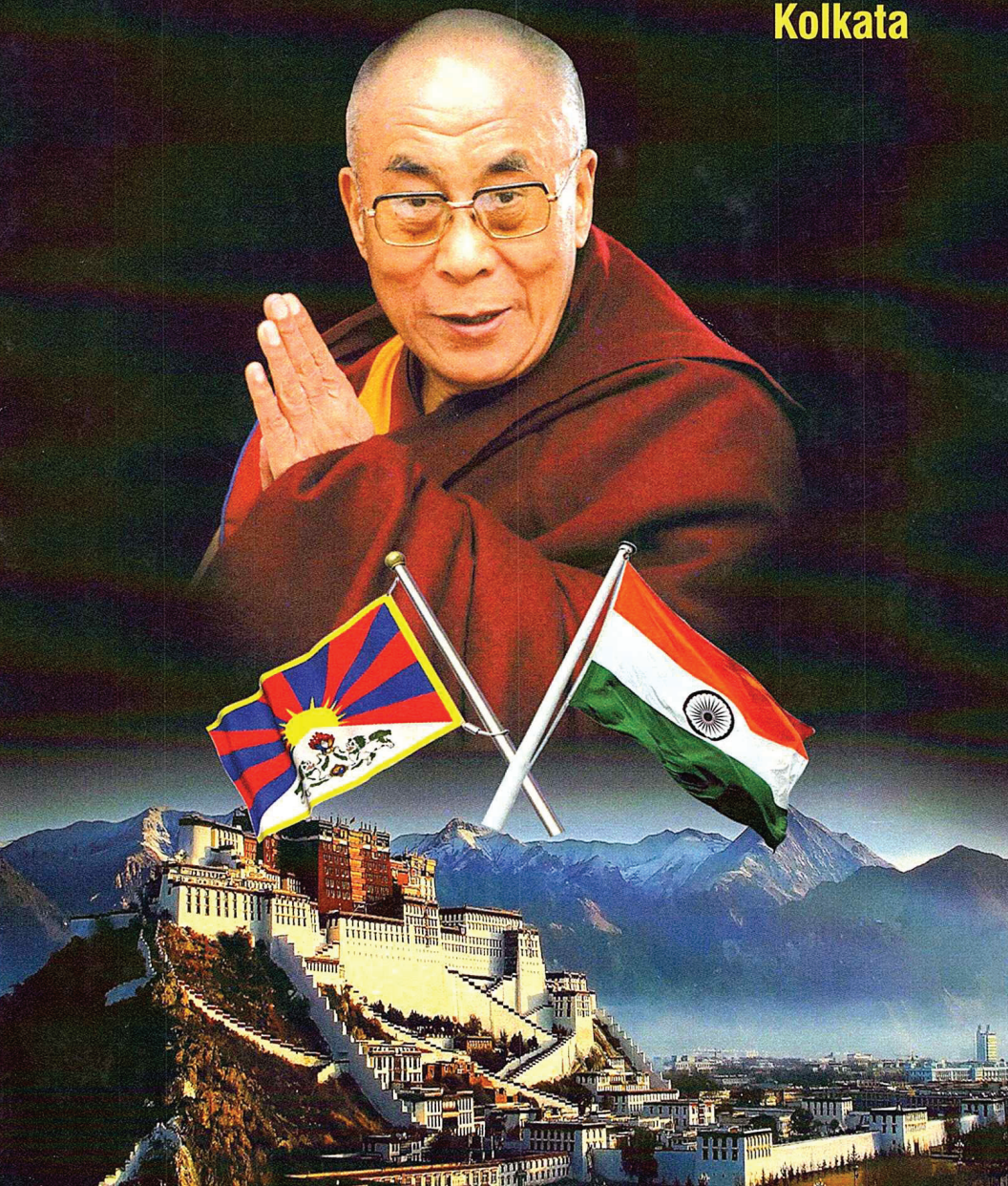

ভারত তিব্বত সহযোগিতার ৬০তম বর্ষপূর্তী উপলক্ষ্যে আমাদের নিবেদন

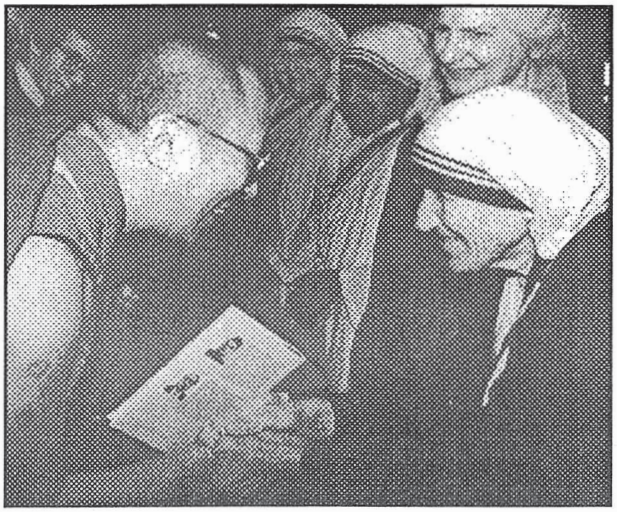

নোবেল শান্তি পুরস্কার প্রাপ্ত দুই শান্তির প্রতীক

পরম পাবন চতুর্দশ দলাই লামাজীকে ভারত সরকারের অভ্যর্থনা

উপক্রমনিকা

ভারতীয় ভূখন্ড ও তার অধিবাসীরা যুগে যুগে অত্যাচারিত নিপীড়িত জনগণকে মাতৃস্নেহে আশ্রয় দিয়েছে। তিব্বতীরাও চীন কর্তৃক অত্যাচারিত ও বিতাড়িত হয়ে যখন ভারতে আসেন তখন ভারত তাদেরও পরম আদরে এখানে আশ্রয় দেন ও তাঁদের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের সাথি হবার জন্য অঙ্গিকারবদ্ধ হন। এই অঙ্গিকারের ৬০তম বর্ষপূর্তীতে আমরা আবারও দৃঢ়তার সাথে আর একবার অঙ্গিকার করছি যে 'বিচারের বাণী-কে নিরবে নিভৃতে কাঁদতে' আমরা আর কিছুতেই দেব না। আমরা এই অঙ্গিকার করছি যে গৃহহীন দেশহীন তিব্বতী ভাই, বোন ও আমাদের পরমাত্মীয়দের গৃহ ও দেশ ফিরে পাবার লক্ষ্যে আমরা তাদের পাশে থাকবো ও তাদের আন্দোলনে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে শামিল হব।

জয় ভারত, জয় তিব্বত।

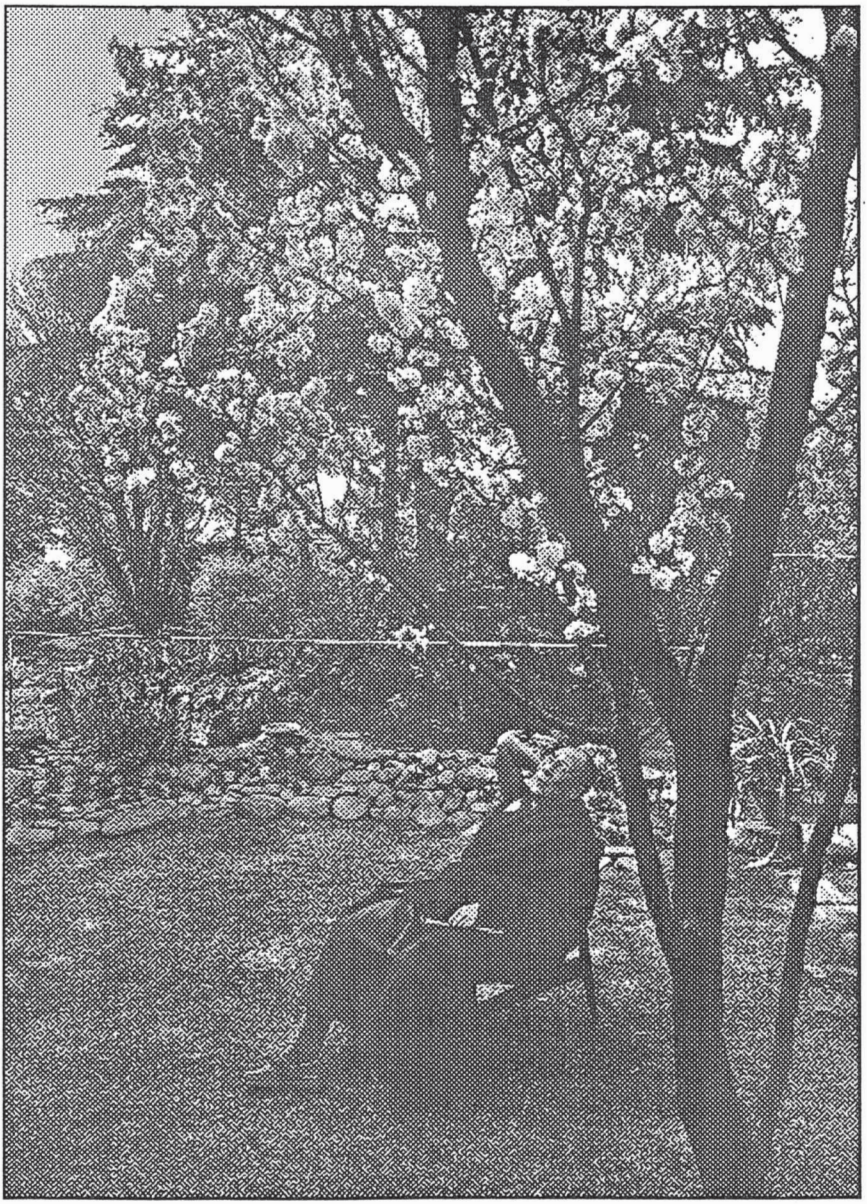

পরম পাবন দলাই লামাজী আজকের পৃথিবীতে শান্তির মূর্ত প্রতীক

তিব্বত, ভারতের অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেশী

ভারত ও ভারতীয় - আমাদের জন্মভূমি ও আমরা। ঠিক তেমনই তিব্বত ও তিব্বতী ভারতের উত্তর পূর্বে এক ছবির মত সুন্দর দেশ ও তার পরিশীলিত, রুচিশীল, অতিথিপরায়ন, নিজস্ব সংস্কৃতিতে সমৃদ্ধ জনগন। তিব্বত এই নামটি শুনলে চোখের সামনে ভেসে ওঠে এমন এক সুন্দর মালভূমি - যেখান থেকে ব্রহ্মপুত্র, সিন্ধু ইত্যাদি নদীর উৎপত্তি হয়েছে। আরও মনে পরে যায় কৈলাস মানস সরোবরের কথা, যা কিনা মূল তিব্বত ভূখন্ডের দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত। আমাদের হিন্দু জনগোষ্ঠির এক অতি পবিত্র স্থান এই কৈলাস মানস সরোবর। যুগ যুগ ধরে তিব্বতের এই দূর্গম স্থানে হিন্দুরা প্রাণের ভয় না করে তীর্থ করতে ছুটে গেছেন।

এই দেশটির ধর্মীয় প্রধান হলেন নোবেল শান্তিপুরস্কার প্রাপ্ত পরম পাবন শ্রী দলাই লামা জী। দলাই লামা জী হলেন আজকের পৃথিবীতে শান্তির মূর্ত প্রতিক।

আমরা বেশীরভাগ মানুষ যে বিষয় সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নই, তা হলো বর্তমান বিশ্বে তিব্বতীরা হলেন সর্বাপেক্ষা নিপীড়িত জনগোষ্ঠির মধ্যে অন্যতম। তিব্বত হলো হিমালয় পর্বতমালার মধ্যে অবস্থিত ভারত ও চীনের মধ্যবর্তী রাষ্ট্র। তিব্বতীদের স্বতন্ত্র ভাষা, সংস্কৃতি ও পরিচয় আছে। আমাদের মনে রাখতে হবে তিব্বতী সংস্কৃতির সাথে ভারতীয় সংস্কৃতির যোগ নীবিড়। তিব্বতীরা অত্যন্ত অহিংস ও ধার্মিক। আন্তর্জাতিক কুটনৈতিক জগতে চীন অসম্ভব শক্তিশালী এবং রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য হওয়ার দরুন, কখনই তিব্বত নিয়ে কোন স্তরেই আলোচনা করতে দেয় না। এমনকি একবিংশ শতাব্দির প্রথমদিকে আন্তর্জাতিক জুড়িদের প্রতিবেদন ও মতামতকেও চীন

মানতে অস্বীকার করে। আন্তর্জাতিক জুড়িরা দেখিয়েছিলেন, তিব্বত বরাবরই স্বাধীন ছিল ও বর্তমানে চীনের অধীনে তিব্বতের মানবাধিকার ভুলুণ্ঠিত।

তিব্বত এক নজরে ঃ-

আয়তন - ২.৫ কোটি বর্গকিলোমিটার যা চীনের প্রায় এক চতুর্থাংশ।

রাজধানী - লাসা

জনসংখ্যা - প্রায় ৬.৫ কোটি

ধর্ম - প্রধান ধর্ম বৌদ্ধ এছাড়া বন ও মুসলমান ধর্মাবলম্বী মানুষেরাও আছেন।

উচ্চতা - সমুদ্রতল থেকে ১৪০০০ ফুট উচ্চ

তাপমাত্রা - 15.55°C জানুয়ারি, 14.5°C জুলাই

উচ্চতম পর্ব্বত - মাউন্ট এভারেস্ট সমুদ্রতল থেকে ৮৮৪৮ মিটার

গুরুত্বপূর্ণ নদনদী - ব্রহ্মপুত্র, সিন্ধু, শতদ্রু, ইয়াংসি, মেকং, সালেন এবং পীত নদী

প্রতিবেশী - ভারত, চীন, নেপাল, ভুটান, বার্মা, মোঙ্গোলিয়া এবং পূর্ব তুর্কিস্তান।

১৯৫০ সালে চীন তিব্বত আক্রমণ করে ও তিব্বত দখল করে নেয়। তারা দাবী করে যে তিব্বত চীনের অভিন্ন অংশ। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে তিব্বত কখনই চৈনিক অধিকারে ছিল না। বরং অতীতে নেপালের রাজকন্যার সঙ্গে তিব্বতের রাজার বিবাহ তিব্বতের সার্বভৌমত্বের প্রমাণ। আমরা সকলেই জানি যে তিব্বত প্রাচীন কাল থেকেই এক স্বতন্ত্র ও স্বাধীন রাষ্ট্র। চীনের আক্রমণের আগে পর্যন্ত তিব্বত হাজার হাজার বছর ধরে তার

নিজস্ব সংস্কৃতি ধর্ম ভাষাকে অত্যন্ত উচ্চতায় নিয়ে গিয়ে লালন পালন করে আপন স্বাতন্ত্র বজায় রেখেছে। যুগ যুগ ধরে প্রাচীন ভারতীয় পন্ডিত এবং তিব্বতী পন্ডিতদের মধ্যে শিক্ষা ও সংস্কৃতির আদান প্রদান ঘটেছে। চীনাদের বর্ধিত আক্রমণাত্মক আচরণের ফলে পরম পাবন চতুর্দশ দলাই লামা তাঁর কিছু সঙ্গিসাথিদের ও বেশ কিছু তিব্বতী জনগনের সঙ্গে, অতীব কষ্ট স্বীকার করে ১৭ই মার্চ ১৯৫৯ সালে লাসায় তাঁর বাসস্থান পোতালা প্রসাদ ত্যাগ করে, ভারতের বর্তমান অরুনাচল প্রদেশের মধ্যে দিয়ে, ৩১শে মার্চ ১৯৫৯ সালে ভারতে প্রবেশ করেন ও ভারতের কাছে রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনা করেন। তদানীন্তন ভারত সরকারের তাঁকে অত্যন্ত সমাদরের সঙ্গে ভারতে বসবাস করার অনুরোধ করেন ও স্বাগত জানান ও বর্তমান হিমাচল প্রদেশের ধর্মশালার ম্যাকলাউড গঞ্জে, তিব্বতের নির্বাসিত সরকার চালাবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন। পরম পাবন চতুর্দশ দলাই লামা সেই অনুরোধ সম্মানের সঙ্গে স্বীকার করেন ও এখানে নির্বাসিত ও নির্বাচিত সরকার পরিচালনা শুরু করেন।

নির্বাসিত সরকার -

ধর্মীয় প্রধান - পরম পাবন চতুর্দশ দলাই লামা

রাজনৈতিক নেতা - সিকিয়ং

সরকার - গণতান্ত্রিক এবং নির্বাচিত সরকার, সরাসরি নির্বাচিত ৪৪ জন সাংসদ ও প্রতিনিধি

জনসংখ্যা - প্রায় ২.৫ লক্ষ জন পৃথিবীতে মোট তিব্বতিদের মধ্যে ভারতেই প্রায় ১.৫ লক্ষ, নেপালে ১৫ হাজার, ভুটানে ২২ হাজার জন বাস করেন।

তিব্বতের দপ্তর - সাময়িক দূতাবাস, দিল্লী, কাঠমান্ডু, লন্ডন, জিনেভা, নিউ ইয়র্ক, মস্কো, ব্রাসেলস্ক, ক্যানবেরা, টোকিও, প্রিটোরিয়া এবং তাইপেই।

শিক্ষা - সমগ্র নির্বাসিত তিব্বতী জনগনের প্রায় ৮২.৪ শতাংশই শিক্ষিত।

তিব্বতের নির্দিষ্ট ও নিজস্ব ভূমি ও সরকার, ২০০০ বছরের বেশী নিজস্ব সংস্কৃতি এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রের সাথে কুটনৈতিক সম্পর্ক, নিশ্চিতভাবে তিব্বতের সার্বভৌমত্বের প্রমাণ। ১৯৫৯ সালে তিব্বতী সরকার এবং জনগনের ইচ্ছা ব্যতিতই চীনা সৈন্য তিব্বতে অবৈধভাবে প্রবেশ করে, তিব্বত দখল করে নেয় এবং তিব্বতকে চীনের অংশ বলে ঘোষণা করে। এই সময় তারা দমন পীড়ন চালিয়ে প্রায় ৬ কোটি তিব্বতী জনগনের মধ্যে ১.২ কোটিকে হত্যা করে, অসংখ্য তিব্বতী সন্যাসী ও সন্যাসীনি যাঁরা স্বদেশের পক্ষে অহিংস আন্দোলন করেছিলেন, তাঁদের হত্যা করে ও অনেককে বিনা বিচারে কারাগারে নিক্ষেপ করে। তারা তিব্বতী এই সংস্কৃতির ধারাকে ব্যহত করার জন্য, এই মৌলিক সংস্কৃতিকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করার চেষ্টা করে। তার জন্য তারা নির্বিচারে প্রায় ৬ হাজার তিব্বতী মঠ ও গুম্ফা ধ্বংস করে, বহু প্রাচীন পুঁথি জালিয়ে নষ্ট করে দেয়, তার ফলে অতীব মূল্যবান বহু নথী পৃথিবীর বুক থেকে চিরদিনের জন্য সম্পূর্ণ হারিয়ে গেছে। আজও অসহায় তিব্বতী জনগনের এক অংশ দুর্বিসহ দুঃখের মধ্যে বিশ্বের বিভিন্ন অংশে বসবাস করতে বাধ্য হচ্ছেন। কারণ তিব্বতীদের পদানত করে রাখার জন্য এখন তিব্বতে তিব্বতীদের উপর নৃসংশ অত্যাচার চালায় চীনা সরকার। আমরা ভারতীয়রা ২০০ বছরের পরাধীনতার তিক্ত অভিজ্ঞতার কারণে সবসময়েই তিব্বতী জনগনের ব্যাথায় সমব্যাথী।

একনজরে তিব্বতে চীনা দখল দারিত্বের ফল ঃ-

- প্রায় ১.২ কোটি তিব্বতীকে হত্যা
- ৬ হাজারের বেশী বৌদ্ধ মঠ ধ্বংস
- তিব্বতের মানবাধিকারের হত্যা
- তিব্বতীদের নির্বিচারে কারাগারে নিক্ষেপ
- তিব্বতীদের মৌলিক অধিকার হরন
- তিব্বতে চীনা সৈন্যবাহিনীর ঘাঁটি তৈরী করা

তিব্বত প্রধানত ইউং-সাং, খাম এবং আমডো প্রদেশে বিভক্ত ছিল কিন্তু চৈনিক আগ্রাসনের পরে চীনারা আমডো প্রদেশের বেশীরভাগ অংশ নিয়ে কুইংঘাই, গাংসু ও সিচুয়ান প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত করে। খাম প্রদেশের বড় অংশকে চীনের সিচুয়ান এবং ইউনান প্রদেশ ভুক্ত করে। ১৯৬৫ সালে চীনারা ইউসাং এবং খামের স্বল্প অংশ নিয়ে তিব্বতী সায়ত্ব শাসীত অঞ্চল (TAR) ঘোষণা করে। এর মধ্যে তিব্বতের মূল ভূখন্ডের (২.৫ কোটি বর্গ কিলোমিটার) এর মধ্যে মাত্র ১.৫ কোটি বর্গ কিলোমিটার অর্থাৎ মাত্র অর্ধেক তিব্বতকে চীন এখন তিব্বতের মান্যতা দেয়। তিব্বতের ৬ কোটি জনগনের মধ্যে তিব্বতী মাত্র ২.০৩ কোটি বাকিরা চৈনীক জনগন। চীন সরকার মোট জনসংখ্যার ২/৩ শতাংশ হান চৈনিক জনগণের জবরদস্তি অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে তিব্বতে তিব্বতীদের সংখ্যালঘু জনগনে পরিণত করেছে।

ভারতের জন্য তিব্বতের গুরুত্ব - চীনের তিব্বতের উপর অবৈধ অধিকারের আগে ভারত তিব্বতের মধ্যে কোনও হিংসার ইতিহাস নেই আছে তিব্বত ও ভারতের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের ইতিহাস আমরা সকলেই জানি ভারত পঞ্চশীল, সহযোগিতা ও সহমর্মিতার দেশ। পঞ্চশীল মূলতঃ শাক্যসিংহ ভগবান বুদ্ধের নির্দেশিত উপদেশের উপর স্থাপিত। আর তিব্বততো আমরা সবাই জানি বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী দেশ। দশমাবতার ভগবান বুদ্ধের বাণী অনুসারী তিব্বতীয় জীবনযাত্রা।

চীন কর্তৃক তিব্বতের উপর অবৈধ আগ্রাসনের আগে এই ক্ষুদ্র রাষ্ট্র তিব্বত, ভারত ও চীনের যুদ্ধ নিবারণের নিরাপদ অঞ্চলের কাজ করত। কিন্তু চীনা আগ্রাসনের পর চীন ভারতের উপর কৌশলগত চাপ সৃষ্টি করতে থাকে, তার ফলস্বরূপ দুই দেশের সম্পর্কের চিড় ধরতে থাকে ও ১৯৬২ সালে চীন ভারতের উপর আক্রমণ চালায় ও ভারতের ৩৬,৮৪৬ কিলো মিটার অংশ অবৈধভাবে অধিকার করে, আকসাই চীনের অংশ হিসাবে সংযোজন করে ও নিজেদের ভুখন্ড বলে দাবী করে। এখনও চীন ভারতের পূর্বাঞ্চলের প্রায়

৯৩০০০ বর্গ কিলোমিটার অঞ্চলকে নিজেদের অংশ হিসাবে দাবি করে ও মাঝে মাঝে অনুপ্রবেশ চালায়। চীন-ভারত সীমান্ত জুড়ে চীনের বিভিন্ন রকমের অনৈতিক কার্যকলাপের ফলে ঐ সব অঞ্চল ভারতের অস্বস্তির কারণ হয়ে ওঠে ও ভারতকে নিজের অংশের অখন্ডতা বজায় রাখার জন্য প্রতিরক্ষা খাতে বহু ব্যয় করতে হয়। এটা ভারতের অর্থনীতির উপর একটা অহেতুক চাপ। চীন তিব্বত মালভূমিতে কোটী কোটী ডলার ব্যয় করে থাকে, এই অঞ্চলকে চীনা সৈনিকদের বিপুল ঘাঁটিতে পরিণত করার জন্য ও সেক্ষেত্রে তারা পুরোপুরি সফল। তিব্বতে রেল লাইন বসিয়ে এয়ারপোর্ট তৈরী করে রাস্তা ঘাটের আধুনিকীকরণ করে চীন আসলে তার নিজের সুবিধাই চরিতার্থ করছে। ঠিক যেমন ব্রিটিশরা আমাদের ভারতে করেছিল। তবে আশার কথা এই যে চীনের অনেক বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় এখন তিব্বতের স্বাধীনতার স্বপক্ষ্যে স্বর তুলছেন। চীনের অভ্যন্তরে বহু চৈনিক অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে বুদ্ধ ও পরমপাবন দলাই লামার পুজো করে থাকেন।

তিব্বত বিশ্বের ছাদ বলে সুপরিচিত এবং তিব্বত এশিয়া মহাদেশের ঠিক মধ্যভাগে অবস্থিত। তিব্বত প্রাকৃতিকভাবে অত্যন্ত সমৃদ্ধশালী দেশ। এখানে ভূগর্ভের অভ্যন্তরে প্রচুর পরিমানে খনিজ পদার্থ ছিল / আছে। এই জায়গা অনেক নদীর উৎপত্তিস্থল, কিন্তু তিব্বতের ভুপ্রকৃতি অত্যন্ত ভঙ্গুর তাই এখানে নদীবাঁধ দেওয়া, নির্বিচারে খনিজ সম্পদের উত্তোলন, নির্বিচারে গাছ কাটা, অরণ্য ধ্বংস করা সমগ্র এশিয়ার পক্ষে এক অত্যন্ত বিপজ্জনক অবস্থার সৃষ্টি করতে পারে। চীনারা ঠিক এই কাজগুলো করেই সমগ্র এশিয়ার বিপদ ডেকে আনছে। চিনাদের অপরিনাম দর্শিতার ফলে তিব্বতের হীমবাহগুলো গলে গিয়ে এক অভূতপূর্ব পরিস্থিতির সৃষ্টি করে এই মহাদেশের সমূহ বিপদ ডেকে আনছে।

এটা ভাবা অত্যন্ত অন্যায় হবে যে তিব্বতীরা বোকা এবং তাঁরা এতো প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার না করে কষ্টে জীবন যাপন করতেন। আসলে তাঁরা

তিব্বতের ভূপ্রকৃতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল ছিলেন বলেই প্রকৃতিকে নিয়ে ধ্বংসের খেলায় মাতেননি ও সরল সাদাসিধা জীবন যাপনকেই মেনে নিয়েছিলেন। তাঁরা জানতেন বিপদ থেকে উত্তীর্ণ হবার পথ এটাই। চীনাদের তিব্বতী ভূখন্ডের নির্বিচার অরণ্য ধ্বংস করা এই অঞ্চলের ভূমিক্ষয়ের কারণ এর ফলে শুধু তিব্বতেই নয়, ভারত, বাংলাদেশ এবং এই উপমহাদেশে ভয়াবহ বন্যার পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়ে আছে। তিব্বতি স্বাভাবিক অরণ্য ধ্বংসের ফলে বর্ষার উপর প্রভাব পড়ছে ফলে এই উপমহাদেশে আবহাওয়ার ব্যাপক পরিবর্তন হয়ে আমাদের অসুবিধার সৃষ্টি করছে। তিব্বতী অরণ্য চীন কর্তৃক নির্বিচারে ধ্বংসের ফলে বায়ুদূষণ উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছে ও এক বিপজ্জনক মাত্রায় পৌঁছে গেছে। অতিরিক্ত মাত্রায় খনিজ সম্পদ উত্তরণের ফলে তিব্বতী ভূপৃষ্ঠ আর্সেনিক সায়ানাইড ও সালফিউরিক অ্যাসিডের দূষনে দূষিত হয়ে যাচ্ছে। এই সব দূষণ নদী বাহিত হয়ে সমগ্র উপমহাদেশ অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে। এই উপমহাদেশে প্রায় সব মুখ্য নদীগুলি তিব্বত থেকে নেমে এসেছে। চিনারা তিব্বত মালভূমির প্রায় সব নদীতেই তার উৎসমুখে বাঁধ দিয়ে দিয়েছে । এর ফলে ভারত, বাংলাদেশ, বার্মা ইত্যাদি সব দেশের নদীগুলিতেই বর্ষায় বন্যা ও শুকনোর সময় নদীখাত শুকিয়ে যাওয়ার সমস্যায় জর্জরিত হয়ে যাচ্ছে। যেহেতু আমাদের দেশ নদীমাতৃক তাই আমাদের অর্থনীতিও অনেকাংশ নদীর উপর নির্ভরশীল। তিব্বতে নদীতে বাঁধ দেওয়া এই উপমহাদেশের অর্থনীতির উপর এক ভয়াবহ ধাক্কা।

চীন তাদের দেশের পারমানবিক বর্জ্য ও বিভিন্ন জৈব বর্জ্য তিব্বতে এনে ফেলে অর্থাৎ তিব্বতকে তারা তাদের তেজস্ক্রিয় পদার্থ ফেলার ডাষ্টবিন হিসাবে ব্যবহার করে। এই তেজস্ক্রিয় ও দূষিত পদার্থ নদীবাহিত হয়ে সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া উপমহাদেশ অঞ্চলকে এক ভয়াবহ দূষণের ও রোগব্যাধির রাজধানীতে পরিণত করেছে। তাই আমাদের সকলকেই সামগ্রিকভাবে ও মিলিতভাবে এ ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে ও এর মোকাবিলা করতে হবে।

আমরা বাঙালিরা তিব্বতী জনগনকে প্রাচীন কাল থেকেই আমাদের একান্ত নিকট আত্মীয় ভাবি এর কারণ অতি প্রাচীন কাল থেকেই তিব্বতের সাথে বাংলার শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিনিময়, আমাদের ও তিব্বতের শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে এক মহান উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছিল। ভারতের সঙ্গে তিব্বতের শিক্ষা ও শিক্ষক বিনিময় যুগযুগ ধরে হয়ে এসেছে। বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে প্রাচীন সমতটের মহাজ্ঞানী শ্রীজ্ঞান অতীশ দীপঙ্কর, যিনি প্রাচীন নালন্দা তক্ষশীলা ইত্যাদি বিশ্যবিদ্যালয়ে ও বিহারের অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি শিক্ষা ও বৌদ্ধ ধর্মের প্রচার ও প্রসারের জন্য তিব্বতে গিয়েছিলেন এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সেখানে অতিবাহিত করেন।

পরমপাবন চতুর্দশ দলাইলামার ভারতে আগমনের ৬০ বছর অতিবাহিত হয়েছে। আমরা গর্বিত যে, স্বর্গীয় শ্রী জয়প্রকাশ নারায়ণ জী ৬০ বছর আগেই কলকাতায় তিব্বতীদের সহযোগিতা করার মঞ্চ স্থাপন করেন। আমরা বাঙালী তথা ভারতীয়রা আজও সেই সহযোগিতা, সহমর্মিতা, আত্মীয়তা ও বন্ধুত্বের ঐতিহ্য আনন্দের সাথে পালন করে চলেছি। মানুষ হয়ে যখন জন্মেছি তখন এই পৃথিবীকে সুন্দর ও সুস্থভাবে বাসযোগ্য করার দায়িত্ব আমাদের মানুষেরই। আমরা সেই স্থির লক্ষে এগিয়ে চলেছি ও সবাইকে সেই লক্ষে এগিয়ে চলার জন্য উদ্বুদ্ধ করার দায়িত্ব বহন করছি।

রুবি মুখার্জী
আহ্বায়ক পূর্বাঞ্চল - III
ITCO

"...Surely, according to the principles I uphold, the last voice in regard to Tibet should be the voice of the Tibetan people and of nobody else."

Pandit Jawaharlal Nehru
Lok Sabha, 7 December 1950

"The tragedy of Tibet is that the Tibetans put faith in us; they chose to be guided by us and we have been unable to get them out of the meshes of Chinese diplomacy or Chinese malevolence."

Sardar Vallabhbhai Patel
Letter to Nehru, 7 November 1950

"Tibet's autonomy is vital to us. If we cannot secure it, not only our integrity and independence will be threatened, but it may become well nigh impossible for us to continue a policy of nonalignment."

Pandit Deendayal Upadhyaya
27 April 1959

"Tibet's ties are stronger with India than with China, ties of language, trade and culture, not to speak of the strategic affinities between India and Tibet."

Dr. Rammanohar Lohia
October 1950

"Instead of according recognition to China in 1949, had India accorded this recognition to Tibet, there would have been no Sino-Indian border conflict."

Dr. Bhimrao Ambedkar
Rajya Sabha, 1954

"Is Tibet lost for ever ? No. A thousand times no. Tibet will not died because there is not death for the human spirit."

Shri Jayaprakash Narayan
Calcutta, 30 May 1959

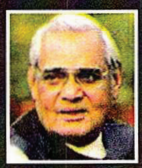

"...from the point of view of national interests, the fact that Tibet is being annihilated cannot be for the good of India in the long run."

Shri Atal Behari Vajpayee
Lok Sabha, 17 March 1960

Core Group for Tibetan Cause

H-10, 2nd Floor, Lajpat Nagar-III, New Delhi-110024, India
Ph : +91-11-29830578 / 29841569, Fax : +91-11-29840966
E-mail : bharatibbat@yahoo.com

For further details : www.indiatibet.org